১৪-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর রূপী রথে বিরাজমান আত্মা হল রথী। একে রথী মনে করে কর্ম করলে দেহ অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- বাবা যেভাবে কথা বলেন, তা অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা - কীভাবে ?

উত্তরঃ- বাবা এই রথে রথী হয়ে কথা বলেন, এবং আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। শরীরকে দেখেন না। মানুষ তো না নিজেকে আত্মা মনে করে, না আত্মাদের সাথে কথা বলে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই অভ্যাস করতে হবে। কোনো প্রকারের আকারী বা সাকারী চিত্রকে (দেহ) দেখেও দেখো না। আত্মাকে দেখ আর এক বিদেহীকে (বিন্দু রূপী বাবা) স্মরণ কর।

গীতঃ - তুমিই হলে মাতা - পিতা.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের তো "ওম্ শান্তি" - র অর্থ খুব সহজেই বোঝানো হয়। প্রতিটি বিষয়ই এখানে সহজ। সহজে রাজত্ব প্রাপ্ত করবার জন্য, কোথাকার জন্য ? সত্যযুগের জন্য। তাকে বলা হয় "জীবনমুক্তি"। সেখানে রাবণের এই ভূত থাকে না। কেউ রেগে গেলে, তাকে বলা হয়, তোমার মধ্যে এই ভূত রয়েছে। যোগের অর্থ হল - নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মাকে স্মরণ করা। আমি হলাম আত্মা, আর এটা হল আমার শরীর। প্রত্যেকের শরীর রূপী রথে আত্মা রথী বসে রয়েছে। আত্মার শক্তিতেই এই রথ চলছে। আত্মাকে তো বারে বারে এই শরীর নিতে এবং ত্যাগ করতে হয়। বাচ্চারা তো এখন জানে যে এই ভারত হল এখন দুখধাম। পূর্বে এটা সুখধাম ছিল। অলমাইটি গভর্নমেন্ট ছিল, কেননা অলমাইটি অথরিটিই ভারতে দেবতাদের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। সেখানে একটিই ধর্ম ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেই রাজত্ব নিশ্চয়ই বাবা-ই স্থাপন করিয়ে থাকবেন। বাবার থেকেই নিশ্চয়ই তারা উত্তরাধিকার পেয়েছিল। তাঁদের আত্মা নিশ্চিত ভাবেই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছে। ভারতেবাসীই এই বর্ণের মধ্যে আসে। শূদ্র বর্ণের পরে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ জন্ম আসে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখবংশাবলী। সে সব ব্রাহ্মণ হল কুখ বংশাবলী। তারা বলতে পারবে না যে - আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশাবলী। এরা নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন হবেন। বাচ্চারা জানে যে, এই ভারত পূজ্য ছিল, এখন পূজারী হয়েছে। বাবা তো হলেন সদাই পূজ্য। তিনি তো অবশ্যই আসেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে পতিত-পাবনী গঙ্গা - এই নামটাই থাকবে না। কেননা সেটা তো হলই পবিত্র দুনিয়া। সকলেই সেখানে পুণ্য আত্মা। কোনো পাপ আত্মা নেই। কলিযুগে আবার নো (No) পুণ্য আত্মা। সকলেই হল পাপ আত্মা। পুণ্যাত্মা পবিত্র আত্মাকে বলা হয়। ভারতেই অনেক দান-পুণ্য করা হয়। এই সময় যখন বাবা আসেন তাঁর উপরে বলি চড়ে। সন্ন্যাসীরা তো ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এখানে তো বলে বাবা এই সব কিছুই হল তোমার। আপনি সত্যযুগে আমাকে অগাধ ধন দিয়েছিলেন, কিন্তু মায়া আবার কড়ি তুল্য বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই আত্মাও পতিত হয়ে গেছে। তন, মন, ধন - সবই পতিত হয়ে গেছে। আত্মা প্রথমে পবিত্র থাকে, তারপর চক্র পরিক্রমা করার পরে তমোপ্রধান নকল গহনা বানিয়ে দেয়। সৃষ্টি রূপী নাটকে অভিনয় করতে করতে পতিত হয়ে যায়। গোল্ডেন, সিলভার ইত্যাদি স্টেজে মানবকে অবশ্যই আসতে হয়। ভজনও করে... "তুমি মাতা পিতা...." লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে এই মহিমা কীর্তন করে।

কিন্তু তাদের নিজেদের তো একটি পুত্র আর একটিই কন্যা হয়। তাই রাজা রাণীর যেমন সুখ, তেমনি বাচ্চাদেরও। তাদের অপরিমেয় সুখ। আর এখন তো হল ৮৪ তম জন্ম। তাই দুঃখও অপরিমেয়। বাবা বলেন "এখন আবার আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই।" বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এই রথে রথী আত্মা বসে আছে। এই রথী পূর্বে১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এখন নো (No) কলা । "এই নির্গুণের এখন কোনোই গুণ নেই।" আমাদের প্রতি দয়া করো। কারো মধ্যেই কোনো গুণ নেই। পতিত বলেই তো গঙ্গায় পাপ ধুতে যায়। সত্যযুগে যায় না। সেখানে তো এইরূপ কোনো নদী নেই। তবে হ্যাঁ, এটা বলতে পার সেই সময় সেখানে সব জিনিসই সতোপ্রধান। সত্যযুগে নদীও বেশ পরিস্কার আর স্বচ্ছ হবে। নদীতে আবর্জনা আদি কোনো কিছুই থাকে না। এখানে তো দেখো আবর্জনা পড়তেই থাকে। সাগরে সব আবর্জনা গিয়ে সব মেশে। সত্যযুগে এমন হবে না। ল' অর্থাৎ নিয়মই নেই অপবিত্র বানানোর। সব কিছুই পবিত্র থাকে। তাই বাবা বোঝান যে এখন এটা হল সকলের অন্তিম জন্ম। খেলা এখন সমাপ্ত হবে। এই খেলার লিমিট হল ৫ হাজার বছর। এসব নিরাকার শিববাবা বোঝান। তিনি হলেন সব থেকে উচ্চ স্থান পরমধামে তিনি থাকেন। পরমধাম থেকে তো আমরাও আসি। এখন কলিযুগের অন্তিমে ড্রামা(সৃষ্টি নাটক) সমাপ্ত হয়ে পুনরায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। মানুষ এই যে সব গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, সে সবই রচিত হয়েছে দ্বাপরযুগে। এই জ্ঞান প্রাপ্ত লুপ্ত হয়ে যায়। রাজযোগ তো কেউ শেখাতে পারে না। কেবল সে সবের স্মরণিকা রূপে পুস্তক ইত্যাদি রচনা করতে থাকে। তারা নিজেরাই তো ধর্ম স্থাপন করে পুনর্জন্ম নিতে থাকে। সেই সবের স্মৃতি রূপে এই সব পুঁথি পত্র থেকে যায়। এখন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় সঙ্গমযুগে। বাবা এসে এই রথে বিরাজমান হন। ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই এখানে। এই সাধারণ বৃদ্ধ তনে প্রবেশ করেন। তিনি(পরমাত্মা শিব) হলেন রথী। কীর্তিতও হয় - ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। এই ব্রহ্মাকেও এডপ্ট করা হয়েছে। বাবা নিজেই বলেন - "আমি এসে এই রথের রথী হই, তারপর এঁনাকে জ্ঞান প্রদান করি। এঁনাকে দিয়েই শুরু করি। কিন্তু জ্ঞান কলস দিই মাতাদের। ইনিও তো এক প্রকারে মা'। সর্বাগ্রে ইনি জ্ঞান শোনেন, তারপর তোমরা। এঁনার মধ্যে এসে তো বিরাজমান হই, কিন্তু কাদের সামনে শোনাবো? তখন আত্মাদের সাথে বসে কথা বলি। আর কোনো বিদ্বান ইত্যাদি হবে না, যে কিনা এই ভাবে আত্মাদের সাথে বসে কথা বলবে। আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার। আমিও নিরাকার। আমি হলাম জ্ঞান সাগর, স্বর্গের রচয়িতা। আমি নরক রচনা করি না। এ তো মায়া, যে নরক বানায়। বাবা বলেন - আমি তো হলামই রচয়িতা, তো নিশ্চয়ই স্বর্গই রচনা করবো। তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গের অধিবাসী ছিলে। এখন নরকবাসী হয়েছ। নরকবাসী বানিয়েছে রাবণ। কেননা আত্মা রাবণের মতে চলে। এই সময় তোমরা আত্মারা রাম শিববাবার শ্রীমতে চলো। বাবা বোঝান এখন সকলের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। যখন সব আত্মারা একত্রিত হবে, উপর থেকে সব আত্মারা নীচে চলে আসবে, তখন ফিরে যাওয়া শুরু হয়ে যাবে। ভারতে এখন অনেক ধর্ম। কেবল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মটাই নেই। কেউই নিজেকে দেবতা বলবে না। দেবতাদের মহিমা কীর্তন করে - সর্বগুণ সম্পন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি বলেই তারপর নিজেকে বলবে আমরা পাপী নীচ...।দ্বাপরযুগ থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। রামরাজ্য হল ব্রহ্মার দিন আর রাবণ রাজ্য হল ব্রহ্মার রাত। তাহলে বাবা কখন আসেন ? যখন ব্রহ্মার রাত সমাপ্ত হবে, তবে না ! আর তখন এই ব্রহ্মার তনে আসবেন তবে তো ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জন্মাবে। আর সেই ব্রাহ্মণদেরই রাজযোগ শেখাবেন। বাবা বলেন - "যা কিছু আকারী সাকারী অথবা নিরাকারী চিত্র রয়েছে - কোনো কিছুই স্মরণ করতে হবে না" । তোমাদের তো লক্ষ্য দিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ তো চিত্র দেখে স্মরণ করে। বাবা বলেন চিত্রকে দেখা এখন বন্ধ

কর। এটা হল ভক্তিমার্গ। এখন তো তোমাদের (ব্রাহ্মণ আত্মাদের) আবার আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পাপের বোঝা মাথায় থাকলে পাপাত্মাই হতে হবে। এমন নয় যে গর্ভ জেল-এ সব জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিছু বিনষ্ট হয়, কিছু রয়ে যায়। এখন আমি পান্ডা হয়ে এসেছি। এই সময় সকল আত্মাই মায়ার মতে চলবে। বাবা বলেন - "আমি তো হলামই পতিত-পাবন, স্বর্গের রচয়িতা। আমার কাজই হল নরককে স্বর্গ বানানো" । স্বর্গে তো কেবল একটিই ধর্ম, একটিই রাজ্য। ওখানে কোনো পার্টিশান ছিল না। বাবা বলেন - "আমি বিশ্বের মালিক হই না। মালিক তোমাদের বানাই। তারপর রাবণ এসে তোমাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়" । এখন সব হল তমোপ্রধান, পাথরবুদ্ধি। সঙ্গমযুগে তোমরা পারসবুদ্ধি হয়ে যাও। বাবা বলেন - "মামেকম্ স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ উপরে ঝুলিয়ে রাখ। যেখানে যেতে হবে তাকেই তো স্মরণ করতে হবে। এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। তিনিই হলেন সত্যিকারের পাতশাহ (গুরুমুখী শব্দ =বাদশাহ), তিনিই প্রকৃত সত্য শুনিয়ে থাকেন। তাই কোনো প্রকারের চিত্রকে স্মরণ করবার প্রয়োজন নেই। এই যে শিবের চিত্র রয়েছে, তার ধ্যানও করতে হবে না। কেননা শিব তো এমন নন। আত্মা যেমন ভ্রুকুটির মাঝখানে থাকে, তেমনি বাবাও বলেন আমিও সামান্য জায়গা নিয়ে এই আত্মার (ব্রহ্মাবাবার) পাশেই বসে যাই। রথী হয়ে বসে জ্ঞান প্রদান করি। নইলে কীভাবে বোঝাব? ব্রাহ্মণ রচনা করবার জন্য ব্রহ্মার তো অবশ্যই প্রয়োজন। যে ব্রহ্মা পরে নারায়ণ হবে। এখন তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে পরে সূর্যবংশী শ্রী নারায়ণের ঘরানাতে আসবে। এখন তো একেবারে কাঙাল হয়ে পড়েছে। লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বানরের থেকেও খারাপ দশা এদের। বানরের মধ্যে ৫ বিকার খুব কড়া ভাবে থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি এই সব বিকার বানরের মধ্যে এমন ভাবে থাকে, তা আর বলার নয়। তার বাচ্চা মারা গেলে মরে পঁচে হাড়গোড় বেরিয়ে গেলেও সে ছাড়বে না। মানুষও আজকাল এমন। সন্তানের মৃত্যু হলে ৬-৮ মাস ধরে কাঁদতেই থাকবে। কিন্তু সত্যযুগে অকাল মৃত্যু হবে না। না কেউ শোকে হা হুতাশ করবে। সেখানে শয়তান বলে কিছু নেই।

বাবা এই সময় বাচ্চারা, তোমাদের সাথে কথা বলছেন। ঘর গৃহস্থালি অবশ্যই সামলাও, তাতে থেকেও এমন কামাল করে দেখাও যা সন্ন্যাসীরাও করতে পারবে না। এই সতোপ্রধান সন্ন্যাস কেবলমাত্র পরমাত্মাই শেখান। বলা হয় যে এই পুরানো দুনিয়ার এবার সমাপ্তি হবেই। সেইজন্য এর থেকে মমত্ব সমাপ্ত করো । এখন তো ফিরে যেতে হবে। দেহ সহ পুরানো যা কিছু আছে সে সবই ভুলে যাও। ৫ বিকার আমাকে দিয়ে দাও। অপবিত্র যদি হও, তবে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে না। বাবার সাথে প্রতিজ্ঞা করো যে এই অন্তিম জন্মে। এরপরে তো পবিত্রতা কায়েম হয়ে যাবে। ৬৩ জন্ম তো বিষের গর্তে ডুবে গিয়েছিলে, একদম নোংরা হয়ে গিয়েছিলে নিজের ধর্মকে ভুলে গেছ। তাই হিন্দু ধর্ম বলতে থাক। বাবা বলেন - তোমরা কেন বুঝতে পার না যে আমরা দেবী দেবতা ছিলাম। আমি তোমাকে রাজযোগ শিখিয়েছি। তারপরেও তোমরা বলো যে কৃষ্ণ শিখিয়েছে। কৃষ্ণ কি সকলের পিতা ? স্বর্গের রচয়িতা ? বাবা তো হলেন নিরাকার, সকল আত্মাদের পিতা তিনি। তা সত্ত্বেও তোমরা বলে দাও যে তিনি সর্বব্যাপী ! শিব আর শঙ্করকেও মিশিয়ে দিয়েছে। শিব তো হলেন পরমাত্মা। পরমাত্মা বলেন যে "আমি আসিই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। যা এখন স্থাপিত হয়। তারপর বিষ্ণুর দুটি রূপ - লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করবেন" । বিষ্ণু থেকেই বৈষ্ণব কথাটা এসেছে।

আজকাল তো সব হল পাপ আত্মা। ওখানে (সত্যযুগে) এই কাম কাটারি চালিয়ে একে অপরকে আঘাত করে না। সত্য খন্ড স্থাপন কারী হলেন একজন সদ্গুরুই। বাকি সকলেই হল ডুবানোর জন্য।

সঙ্গম আর স্বর্গ উভয়ই কাছাকাছি বলে নরকের বিষয় গুলিকে স্বর্গে টেনে নিয়ে গেছে। বাস্তবে কংস, রাবণ প্রভৃতি এখনই রয়েছে। সেখানে সেসব থাকতে পারে না। রথে যে রথী দেখানো হয় – বাস্তবে হলেন ইঁনি। যাঁকে নন্দীগণ, ভাগীরথও বলা হয়। তোমরা সবাই হলে অর্জুন তোমাদের বলা হয় আমি এই রথে এসেছি যুদ্ধের ময়দানে তোমাদেরকে মায়ার উপরে বিজয় লাভ করাতে। সত্যযুগে না থাকে রাবণ, না তাকে জ্বালানো হয়। এখন তো রাবণকে জ্বালাতেই থাকবে, যতক্ষণ না বিনাশ হবে। যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন দশহরাতে রাবণকে তারা অবশ্যই জ্বালাবে। শেষে তো একসময় এই রাবণ সম্প্রদায় শেষ হয়ে যাবেই। সদ্গতি দাতা তো হলেন একজনই মানুষ মানুষকে সদ্গতি দিতে পারে না। যেহেতু এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সেই কারণে সমগ্র বিশ্বে তাঁদেরই রাজত্ব ছিল। আর কোনো ধর্মই ছিল না। এখন যার স্থাপনা হচ্ছে। দেবতা ধর্মের লোকেরাই এসে ব্রাহ্মণ হবে। আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) সতোপ্রধান সন্ন্যাস করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ায় থেকেও এর থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে। দেহ সহ যা কিছু পুরানো জিনিস আছে সে সবই ভুলে যেতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধিযোগ উপরে ঝুলিয়ে রাখ। কোনো প্রকারের চিত্র বা দেহধারীকে স্মরণ করবে না। এক বাবারই স্মরণে থাকতে হবে।

বরদান :– নাথিং নিউ – এর স্মৃতি দ্বারা বিঘ্নকে খেলা মনে করে পার করতে সমর্থ অনুভবী মূরত হও

বিঘ্নের আগমন – এও ড্রামার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সেই বিঘ্ন অসম্ভবকে সম্ভবের অনুভূতি করায়। অনুভবী আত্মার কাছে বিঘ্নও হল খেলা। ফুটবল খেলার সময় যেমন বল আসে, পা দিয়ে মারা হয়, খেলা খেলতে তো বেশ মজা লাগে। তেমনই এই বিঘ্নের খেলাও হতে থাকবে, নাথিং নিউ। ড্রামা খেলাও দেখায় আর সম্পন্ন সফলতাও দেখায়।

শ্লোগানঃ– সকলের গুণ গুলিকে দেখে বিশেষত্বের সৌরভ ছড়িয়ে দিলে এই জগৎ সংসার সুখময় হয়ে উঠবে।